দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 SEP 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

12

দুর্নীতির রাহুগ্রাস

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পৌনে তিন কোটি টাকা আত্মসাত

কাওসার রহমান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দুই কোটি ৭৩ লাখ টাকা আত্মসাতের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। স্থানীয় হিসাব নিরীক্ষা অধিদফতরের দুই সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করে। একটি সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্র কর্তৃক বোর্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ভিত্তিতে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে এই তদন্ত কাজ পরিচালনা করা হয়। এ খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সংঘবদ্ধ চক্রটি ১৯৮৯-৯০, '৯০-৯১ এবং '৯১-৯২ এই তিন বছরে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৩১ হাজার ৮০৯ টাকা নীট আত্মসাত করে। কমিটি তদন্ত শেষে তিন কোটি ৬০ লাখ ৩৪ হাজার ৫৩০ টাকা জমা না দেয়ায় ১১টি অডিট

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

মাদ্রাসা শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

আপত্তি উত্থাপন করেন। অপরদিকে তারা ৮৭ লাখ দুই হাজার ৭২১ টাকা অতিরিক্ত জমা দেখতে পান। যার সপক্ষে কোন নথিপত্র দেখতে পাননি। তদন্ত কমিটি এই দুই অংকের পার্থক্য দুই কোটি ৭৩ লাখ ৩১ হাজার ৮০৯ টাকা আত্মসাত হিসাবে চিহ্নিত করে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এসব আপত্তির কোন জবাব দেননি কিংবা নিরীক্ষাযোগ্য কোন নথিপত্রও উপস্থাপন করেননি।

কমিটির তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের '৮৯-৯০ থেকে '৯১-৯২ পর্যন্ত সময়ে সোনালী ব্যাংকের চলতি হিসাব নং বি-১এ এক কোটি ৯৭ লাখ ১৯ হাজার ৩৩২ টাকা জমা পাওয়া যায়নি। আলোচ্য সময়ে ব্যাংক একাউন্টে বোর্ডের আয়কৃত ১০ কোটি ৩৩ লাখ ২৩ হাজার ২৩৯ টাকা জমা থাকার কথা। কিন্তু ব্যাংকের হিসাবে জমা আছে আট কোটি ৩৬ লাখ তিন হাজার ৯০৬ টাকা। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এবং আর্থিক বিধির পরিপন্থী। নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে কর্তৃপক্ষ এর কোন জবাবও প্রদান করেনি।

এছাড়া বই ছাপানোর রয়্যালটি বাবদ দুই লাখ ৯২ হাজার ৪২৯ টাকা, নবায়ন ফি বাবদ নয় লাখ ১৭ হাজার পাঁচ শ' টাকা, বয় স্কাউট ও ক্রীড়া ফি বাবদ ১৯ লাখ ৮৫ হাজার ৩৪৮ টাকা, ক্রীড়া এফিলেশন ফি বাবদ তিন লাখ ৩৮ হাজার ৮৩৬ টাকা, এবতেদায়ী ও নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বাবদ এক লাখ ৮৮ হাজার ৪৩২ টাকা, নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের মার্কশীট ফি বাবদ এক লাখ ৫৬ হাজার ৮৪ টাকা, রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে সাত লাখ ৫২ হাজার ৯০২ টাকা, মাদ্রাসার নবায়ন ফি বাবদ ৮১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৬৬ টাকা, এবতেদায়ী মাদ্রাসার নবায়ন ফি বাবদ ২০ লাখ ৬২ হাজার ৮৬৬ টাকা এবং ৪টি শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ ১৭ লাখ ১৭ হাজার ৯৬৫ টাকা হিসাব থেকে কম জমা দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে বিভিন্ন হিসাবে ৮৭ লাখ দুই হাজার ৭২১ টাকা বেশি পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব টাকা আদায়ের কোন রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় পেশ করা হয়নি।